একুশে'র নির্মল ও স্মৃতিস্তম্ভ

সম্পাদকের কলম-ঝাড়া লেখা

অষ্ট্রেলিয়া তথা বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতীসৌধ বাংলাদেশী যে ব্যক্তিত্বের আপ্রাণ চেষ্টা ও নেতৃত্বে চলতি বছর ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বঙ্গসন্তান শ্রী নির্মল পালকে নিয়ে গত হপ্তায় কর্ণফুলীতে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছিল। 'মোহাম্মদ নির্মল পাল' নামক প্রতিবেদনটি কর্ণফুলী'র জন্মলগ্ন থেকে সর্বচ্চো সংখ্যক পাঠক টোকা মেরেছিলেন বলে আমরা তা নথিবদ্ধ করে রাখলাম।

সিডনী ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ* ও অরাজনৈতিক* সংগঠন একুশে একাডেমী'র প্রাক্তন সভাপতি নির্মল পালের প্রতি ধর্ম-বিদ্বেষী হুমকী ও মানসিক নির্যাতনের কথা পড়ে 'থ' হয়ে গেছেন প্রায় সকল পাঠক। ফোন ও ইমেইলে প্রচুর পাঠকদের কাছ থেকে আমরা এ লেখা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে পেরেছি। দু একজন পাঠক লেখাটিকে 'ইসলাম' এর প্রতি বিদ্বেষ ও খোঁচা দেয়া হয়েছিল বলেও ইঙ্গিত করেছিলেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক প্রতিবেদনটিতে প্রবাসী গোঁড়া ও 'নিষ্ঠুর' প্রকৃতির বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রথম 'এক্সরে' রিপোর্ট বলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এ পর্যন্ত কোন খাম্বালেখক (কলামিষ্ট) বা সাংবাদিক এ সকল 'ইসলামীক-হারামী' সম্পর্কে অতিতে কলম ধরতে সাহস করেনি। কর্ণফুলী'র এ দুঃসাহসকে অনেকে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। 'ইসলামের নামে হিংসা ও বিদ্বেষ' প্রচারকারী এ সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে অতিসত্তর সংশ্লিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয় নিরাপত্তা সংস্থার 'নজর তালিকা'য় লিপিবদ্ধ করার জন্যে অনেক পাঠক ইতিমধ্যে উদ্যেগ নিয়েছেন। দু' একজন পাঠক স্ব উদ্যেগে এই সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা সংগঠনের সাথে গত হপ্তা দীর্ঘ আলাপ করেছেন বলে জানা গেছে। কিছু পাঠক জানিয়েছেন যে, যে সকল সংগঠন বা কমিউনিটি রেডিও চ্যারিটি রেজিষ্ট্রেশন ব্যতিত বাংলাদেশী প্রবাসীদের কাছ থেকে 'দুস্থের-সেবা' নামে যখন তখন ঘোষনা দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে তাদের বিষয়ে নিরাপত্তা সংস্থাকে তাৎক্ষনিক অবগত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এ ধরনের 'দান-খয়রাত' প্রচারকারী ঘোষক ও প্রযোজকের নাম এবং রেডিও চ্যানেলের ঠিকানা ও প্রচার সময় জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ঠ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের নজরে দেয়া বাঞ্চনিয় বলে তারা মনে করেন। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে, এ ধরনের 'দান-খয়রাতে' সংগৃহীত 'ডলার' বাংলাদেশে ভিন্নভাবে 'টাকা' হয়ে পৌঁছে এবং নানারকম ইসলামী জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 'রিলিজিয়ন এন্ড রিচ্যুয়েল' (ধর্ম ও ধর্মাচার) এর নামে অতিতে সিডনী'র একুশে একাডেমী'র সংগৃহীত বিপুল অংকের অর্থ কি খাতে ব্যবহৃত হয়েছে বা হবে তা অনেকের কাছে এখনো অজ্ঞাত। একুশে একাডেমীতে 'রিলিজিয়ন' শব্দটি কেন যোগ হবে তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। আর হবেই যদি, তবে 'রিলিজিয়ন' বলতে কি ইসলাম, হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মালম্বি বাংলাদেশী সকলকে বুঝিয়েছে? যদি উত্তর 'হাঁ' হয়, তবে জিজ্ঞাস্য, এ যাবত একুশে একাডেমী খোলা ময়দানে চাটাই বিছিয়ে নামাজের জামাত ছাড়া অন্যান্য ধর্মবিষয়ক আর কি কাজ করেছে? বাংলাদেশী কোন্ সংখ্যলঘু প্রবাসীদের তারা ধর্মবিষয়ক সহায়তা ও উৎসাহ দিয়েছেন? সকল পাঠক কর্ণফুলী'র সাথে সমস্বরে তাদের 'দুর্ভাবনা'র কথা জানিয়েছেন। কয়েকজন বিক্ষুদ্ব পাঠক সরাসরি টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, শ্রী নির্মল পালকে হুমকী প্রদানকারী অজ-বঙ্গ ঐ মুসলমান নেতাকে এখন থেকে কড়া নজরে রাখা দরকার।

কোন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়া অথবা কারো সাথে বাক্য বিনিময় করার সময় 'গীবত প্রচারকারী' এ 'মুসলিম নেতা'র চোখে চোখ রেখে ঠাঁই তার ছুরাতের দিকে চেয়ে থাকতে বলেছেন কিছু পাঠক। তারা বলেছেন কথা বলার সময় 'সর্বজ্ঞান বিষারদ' দশ ক্লাশ পড়ুয়া এ ভাঁড় 'বাবার আদর্শে দিক্ষীত' এবং 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'র ভঙ ধরে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। 'মুখে হাসি, আস্তিনে ছুরি লুকিয়ে' কথোপকথনের সময় আগাগোড়ায় সর্বক্ষন 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে বলে অহেতুক নিজের বিনয়ী ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে হিন্দু-খৃষ্টান বিদ্বেষী এ অজ-বঙ্গ নেতা। আগামীতে ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার বাংলাদেশীগন সিডনী'র একুশে একাডেমী'র কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার আগ্রহ রাখেন না বলে জানিয়েছেন। 'মোহাম্মদ নির্মল পাল' প্রতিবেদন বিষয়ে গত এক হপ্তায় দেশ ও বিদেশ থেকে কর্ণফুলী'র কাছে অনেক ফোন এসেছিল। ড: মো: আবদুর রায্যাক নিউ জার্সি থেকে ফোন করে ঐ অজ-বঙ্গ মুসলমান নেতা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সিডনী থেকে ড: মাসুদুল হক, মন্ট্রিয়াল থেকে ওফিলিয়া বেলাজো, পার্থ থেকে ডা: মখদুম আজম মাশরাফী, এ্যাডেলেইড থেকে বেগম সুলতানা আকন্দ, ব্রিজবেন থেকে ডা: শকুন্তলা হোম, ইট্লির মিলান থেকে শান্তা রহমান, পুর্তুগালের পোর্টো থেকে খায়রুল ইসলাম, অকল্যান্ডের সুরাইয়া বেগম, কোলকাতা থেকে ড: অমিতাভ শ্যাম চৌধুরী ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিডনীবাসী অনেক বিদ্ধ পাঠক ফোন করে তাদের প্রতিক্রিয়া ও নির্মল পালের প্রতি তাদের সহানুভুতি জানিয়েছেন।

উপুর্যপুরী হুমকীতে বিদ্ধস্ত একুশে একাডেমীর ঐতিহাসিক সভাপতি শ্রী নির্মল পাল কর্নফুলীকে বলেছেন যে শত কষ্ট সত্বেও সকলের আন্তরিক সহযোগীতায় তিনি একুশের 'স্মৃতিসৌধ'টি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, এখন পরবর্তি কমিটির কাজ হোল সে সৌধটিকে ঠিকমত লালন-পালন করা ও বহুজাতিক সমাজে এর চেতনাকে প্রচার করা। বাংলাদেশী সংখ্যলঘু অথবা 'দ্যাশে জাইয়া দেখেন, টের পাইবেন' হুমকীতেও নির্মল পালের কালজয়ী এ কীর্তিকে কখনো কেউ মুছে ফেলতে পারবেনা বলে সকল পাঠক তাদের অভিমত জানিয়েছেন।

সম্পাদকের কলম-ঝাড়া লেখা

'মোহাম্মদ নির্মল পাল' প্রতিবেদনটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন